প্রাভাকর মতে, 'জ্ঞান স্বপ্রকাশ' এটাই জ্ঞানের সম্পূর্ণ স্বরূপ নয়—জ্ঞান তার প্রকাশকালে যেমন **নিজেকে** প্রকাশ করে তেমনি **জ্ঞাতা** (অহং কর্তা) ও **জেয়কেও** (বিষয়কেও) প্রকাশ করে। নিজেকে প্রকাশকালে জ্ঞান তার বিষয়কে এবং নিজ আশ্রয় আত্মাকেও প্রকাশিত করে। যেমন, ঘটজ্ঞানের ক্ষেত্রে—**জ্ঞান, জ্ঞানের বিষয়** (ঘট) এবং **জ্ঞানের আশ্রয় আত্মাও** প্রকাশিত হয়। ঘট-জ্ঞানে যে জ্ঞান হয় তা প্রকৃতপক্ষে 'অয়ং ঘটঃ' এই আকারের নয়, তার আকারটি হল 'ঘটমহং জানামি'—যে জ্ঞানে জ্ঞান, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, তিনটিই জ্ঞানের বিষয়ে হয়। উৎপন্ন জ্ঞান একই সঙ্গে **মিতি-মাতৃ-মেয়**—এই তিনটিকেই প্রকাশ করে। 'মিতি' অর্থে 'জ্ঞান', 'মাতৃ' অর্থে 'জ্ঞাতা' এবং 'মেয়' অর্থে 'জ্ঞেয়' বা 'জ্ঞানের বিষয়'। জ্ঞান তার প্রকাশকালে একইসঙ্গে নিজেকে (অর্থাৎ জ্ঞানকে), জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে প্রকাশ করে। প্রাভাকরপন্থীরা একেই বলেছেন **'ত্রিপুটীজ্ঞান'**।

❑ ৯.৩. জ্ঞান-প্রামাণ্যের জ্ঞপ্তি ঃ জেয়জ্ঞানের যাথার্থ্য বা প্রামাণ্য কীভাবে জানা যায়?

নৈয়ায়িক অন্নম্ভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে যথার্থ জ্ঞানের বা 'প্রমা'র লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন 'তদ্বতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ যথার্থঃ।' লক্ষণ বাক্যটির অর্থ হল, 'বিষয়ের যে ধর্ম আছে, সেই ধর্ম যদি জ্ঞানের বিষয়েও প্রকাশ পায়, তাহলে সেই জ্ঞান (অনুভব) হবে যথার্থ বা প্রমা'। তাহলে 'তদ্বতি তৎপ্রকারক' হল যথার্থজ্ঞানের ধর্ম যাকে 'প্রমাত্ব' বা 'প্রামাণ্য' বলা হয়। প্রশ্ন হল—**প্রমাত্ব বা প্রামাণ্যকে জানবার উপায় কী?** এখানে বিপ্রতিপত্তি বাক্য হল, 'জ্ঞানকে যে উপায়ে জানা যায় সেই একই উপায় অবলম্বন করে কি জ্ঞানের প্রামাণ্যকেও জানা যায়? অথবা জ্ঞানকে জানার উপায় এবং জ্ঞান-প্রামাণ্যকে জানার উপায় কি ভিন্ন ভিন্ন?' প্রশ্নটিকে আরও স্পষ্ট করে এভাবে বলা চলে, **'যে জ্ঞান গ্রাহক সামগ্রী দ্বারা জ্ঞানকে জানা যায়, সেই একই জ্ঞান-গ্রাহক সমগ্রী দ্বারা কি জ্ঞানের প্রামাণ্যকেও জানা যায়, অথবা ভিন্ন কোন সামগ্রী দ্বারা জ্ঞানের প্রামাণ্যকে জানতে হয়?** জ্ঞান-প্রামাণ্যের জ্ঞপ্তি সম্পর্কে যাঁরা প্রথম বিকল্পটি স্বীকার করেন তাঁদের বলা হয় স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী, আর যাঁরা দ্বিতীয় বিকল্পটি স্বীকার করেন তাঁদের বলা হয় **পরতঃপ্রামাণ্যবাদী**। জ্ঞান-প্রামাণ্যের জ্ঞপ্তি প্রসঙ্গে নৈয়ায়িক পরতঃপ্রামাণ্যবাদী, মীমাংসক স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী। **জ্ঞান প্রামাণ্য সম্পর্কে ন্যায় অভিমত 'পরতঃপ্রামাণ্যবাদ' নামে এবং মীমাংসক** অভিমত 'স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ' নামে পরিচিত।

জ্ঞান-প্রামাণ্যের জ্ঞপ্তি সম্পর্কে প্রথমে মীমাংসকদের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ এবং পরে নৈয়ায়িকদের পরতঃপ্রমাণ্যবাদ আলোচনা করা গেল।

৯.৩. (ক) মীমাংসক স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ ঃ

জ্ঞান যে উৎপন্ন হয়েছে তা কীভাবে জ্ঞানা যায়, এবিষয়ে অর্থাৎ জ্ঞান-জ্ঞপ্তি সম্পর্কে মীমাংসকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও **জ্ঞান প্রামাণ্যের জ্ঞপ্তি সম্পর্কে তাঁরা সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেন। সকল মীমাংসক একথা মানেন যে, জ্ঞানকে যেভাবে বা যে উপায়ে জানা যায়, জ্ঞানের** প্রামাণ্যকেও **সেইভাবে জানা যায়,** অর্থাৎ জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃগ্রাহ্য। প্রাভাকর মতবাদ, ভাট্ট মতবাদ এবং মিশ্র মতবাদ—এই ত্রিবিধ মতবাদেই বলা হয়েছে 'যে জ্ঞান-গ্রাহক সামগ্রী দ্বারা জ্ঞানকে জানা যায়, সেই একই সামগ্রী দ্বারা জ্ঞানের প্রামাণ্যকেও জানা যায়'। একথার অর্থ হল, জ্ঞান তার অন্তর্নিহিত ধর্মের জন্যই যথার্থ (প্রমা) হয়, **জ্ঞান স্বতঃই প্রমাণিত, প্রামাণ্য স্বতঃগ্রাহ্য। 'প্রামাণ্য স্বতঃউৎপদ্যতে প্রামাণ্য স্বতঃজ্ঞেয়তে চ।'** এ প্রকার অভিমতের জন্যই জ্ঞানের প্রামাণ্য সম্পর্কে মীমাংসক মতবাদকে বলা হয় 'স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ'। স্বতঃপ্রমাণ্যবাদ অনুসারে, যে গ্রাহক বা কারণ দ্বারা জ্ঞানকে জানা যায়, সেই একই গ্রাহক-সামগ্রী দ্বারা জ্ঞানের প্রমাণ্য বা যাথার্থ্যকেও জানা যায়। সংক্ষেপে, যে সামগ্রীর দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই একই সামগ্রীর দ্বারা জ্ঞানের প্রামাণ্যও উৎপন্ন হয়।

প্রাভাকর মীমাংসকদের মতে, প্রমাত্ব (বা প্রামাণ্য) জ্ঞানমাত্রেরই ধর্ম। জ্ঞান যেমন স্বপ্রকাশ, **জ্ঞানের প্রামাণ্যও তেমনি স্বপ্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞানের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়।** জ্ঞান প্রকাশের জন্য বা জ্ঞানের প্রামাণ্য প্রকাশের জন্য জ্ঞান-অতিরিক্ত অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না। **স্বধর্ম অনুসারে জ্ঞানমাত্রই যথার্থ,** অযথার্থতা বা অপ্রমাত্ব জ্ঞানের ধর্ম নয়। আলোকের স্বভাবে যেমন মলিনতা থাকে না, স্বয়ংপ্রকাশ চিরভাস্কর জ্ঞানেও তেমনি অপ্রমার কালিমা যুক্ত হতে পারে না। উৎপত্তিকালে জ্ঞান তার বিষয়কে, জ্ঞানাশ্রয় আত্মাকে এবং নিজেকে প্রকাশ করে এবং সেইসঙ্গে অর্থাৎ সেই **উৎপত্তিকালে নিজ প্রামাণ্য বা যাথার্থ্যকেও প্রকাশ করে।** যেমন, ঘট-জ্ঞানের উৎপত্তি লগ্নে স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞান নিজেকে, ঘটকে, আত্মাকে এবং সর্বোপরি **জ্ঞানের প্রামাণ্যকেও** প্রকাশিত করে। স্পষ্টতই, প্রাভাকর মতে জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীই হল **জ্ঞান-প্রামাণ্যের গ্রাহক।** অর্থাৎ জ্ঞান-প্রামাণ্যের বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে প্রাভাকর মতবাদ স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ।

কুমারিল ভট্ট এবং তাঁর অনুগামীরা জ্ঞানকে ক্রিয়া বলেন—**জ্ঞানক্রিয়া।** জ্ঞানক্রিয়ার কার্যফল প্রত্যক্ষগোচর হলেও জ্ঞানক্রিয়া প্রত্যক্ষের অগোচর, অতীন্দ্রিয়। কাজেই, **ভাট্টমতে জ্ঞান অতীন্দ্রিয়** এবং সেজন্য প্রত্যক্ষের অগোচর জ্ঞানকে 'স্বপ্রকাশ' বলা চলে না। তবে, জ্ঞান অতীন্দ্রিয় হলেও কার্যফলের মাধ্যমে জ্ঞানের অনুমান সম্ভব। জ্ঞাততালিঙ্গক **অনুমানের মাধ্যমে জ্ঞানকে জানা যায় এবং যে জ্ঞাততা-লিঙ্গক অনুমানের মাধ্যমে জ্ঞানকে জানা যায়, সেই একই** অনুমানের **দ্বারাই জ্ঞানস্থিত প্রামাণ্যেরও জ্ঞপ্তি বা জ্ঞান হয়।** স্পষ্টতই, **ভাট্ট মতে, জ্ঞান-গ্রাহক সামগ্রীই হল জ্ঞানপ্রামাণ্যের গ্রাহক।** অর্থাৎ জ্ঞান-প্রামাণ্যের বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে ভাট্ট মতবাদ স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ।

মুরারী মিশ্র এবং তাঁর অনুগামীদের মতে, জ্ঞান যেমন স্বপ্রকাশ নয়, তেমনি জ্ঞাততা-লিঙ্গক অনুমানের দ্বারাও জ্ঞানকে জানা যায় না। ন্যায় বৈশেষিক অভিমতের মতো মিশ্র-সম্প্রদায় বলেন যে, জ্ঞান-জ্ঞপ্তি হল প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ, যে প্রত্যক্ষকে বলা হয় 'অনুব্যবসায়'। **জ্ঞান-জ্ঞপ্তির মতো জ্ঞানের প্রামাণ্য-জ্ঞপ্তিও 'অনুব্যবসায়' নামক প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ। মিশ্র মতে, যে অনুব্যবসায়ের দ্বারা জ্ঞান গৃহীত হয়, সেই একই অনুব্যবসায়ের দ্বারা জ্ঞানের প্রামাণ্যও গৃহীত হয়**—একই অনুব্যবসায় জ্ঞানকে এবং জ্ঞানের প্রামাণ্যকে জ্ঞাত করে। **মিশ্র মতে, জ্ঞানের গ্রাহক যা, জ্ঞান প্রামাণ্যের গ্রাহকও তাই।** স্পষ্টতই, জ্ঞান প্রামাণ্যের বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে মিশ্র মতবাদ স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, সকল মীমাংসকের অভিমত হল, 'জ্ঞানগ্রাহক' সামগ্রীর দ্বারাই 'জ্ঞান-প্রামাণ্য' গৃহীত হয় এবং এটাই হল স্বতঃপ্রামাণ্যবাদের সার কথা। এজন্যই **জ্ঞান-প্রামাণ্যের বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে মীমাংসা অভিমত হল 'স্বতঃপ্রমাণ্যবাদ'।**